ইউনিট 3

বাণিজ্যিক ও অন্যান্য ব্যাংক

ভূমিকা

আমরা পূর্ববর্তী ইউনিটে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকের সাথে পরিচিত হয়েছি। এ ব্যাংকগুলীর মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যক্রম সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই এ ব্যাংকগুলোর অস্ড়িত্ব চোখ মেললেই দেখা যায়। শহর বা গঞ্জের রাস্তায় চোখ রাখলেই বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাইনবোর্ড চোখ পরে। এ সকল ব্যাংক আপনার আমানত গ্রহণ করে এবং সুদ প্রদান করে; প্রয়োজনে আপনি এ ব্যাংক থেকে অর্থ ঋণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। তবে অতিরিক্ত হারে সুদ দিতে হয়। অতিরিক্ত সুদ গ্রহণের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে; আর মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় বিধায় এব্যাংকগুলীকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। এই ইউনিটে আপনি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ঠ্য, উদ্দেশ্য, কার্যাবলী এবং অন্যান্য ব্যাংকের কার্যাবলী সম্পর্কে বিস্ড়রিত জানতে পারবেন। এবার আসুন তাহলে এগুলো জেনে নিই।

পাঠ- ১ বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন
- ☞ বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলতে পারবেন
- ☞ বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাধারণ কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন
- ☞ বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টির কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন

বাণিজ্যিক ব্যাংক কাকে বলে

সাধারণভাবে ব্যাংক বলতে বাণিজ্যিক ব্যাংককেই বুঝায়। বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তাই বাণিজ্যিক ব্যাংককে অনেকেই আধুনিক ব্যাংকের সুতিকাগার বলে। বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো এমন একটি ব্যাংক যা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কম সুদে এক পক্ষ থেকে আমানত সংগ্রহ করে এবং অপেক্ষাকৃত বেশি সুদে অন্যপক্ষকে ঋণ দেয় বা লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে। এ কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংকে 'ধার করা অর্থের ধারক' এবং 'স্বল্প মেয়াদী ঋণের ব্যবসায়ী' বলে। নিচে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কয়েকটি সংজ্ঞা দেওয়া হলো।

> Prof. Roger এর মতে বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো এমন একটি ব্যাংক যা মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে অর্থ ও অর্থযোগ্য সম্পদের ব্যবসা করে।
>
> Prof. Gilbert এর মতে বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মাঝে এমন একটি আর্থিক মধ্যস্থ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যা একপক্ষ থেকে ঋণ গ্রহণ করে ও অন্যপক্ষকে ঋণ দেয় এবং ঋণ গহেনের জন্য দেয় সুদ ও ঋণ প্রদানের জন্য প্রাপ্য সুদের পার্থক্যই হলো এর মুনাফার উৎস।

উপরের সংজ্ঞা দুটি বিশে- ষণ করলে বাণিজ্যিক ব্যাংক সম্পর্কে নিচের ধারণাসমূহ পাওয়া যায়।

⇒ বাণিজ্যিক ব্যাংক একটি মুলধন ও অর্থ মধ্যস্থ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।

⇒ বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন।

⇒ এই ব্যাংক জনগণের অর্থ অল্প সুদে আমানত হিসাবে গ্রহণ করে এবং আমানতকারীদের চেকের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করে।

$\Rightarrow$ সংগৃহীত আমানত অপেক্ষাকৃত বেশি সুদে বা লাভে ঋণ হিসাবে দিয়ে থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য

বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো স্বল্প মেয়াদী ঋণের ব্যবসায়ী যার প্রধান কাজ হলো এক পক্ষের কাছ থেকে অল্প সুদে আমানত সংগ্রহ করে অন্যপক্ষকে অপেক্ষাকৃত বেশি সুদে ঋণ মঞ্জুর করা। ঋণের ব্যবসায়ী হিসাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক তার গঠন প্রক্রিয়া পরিচালনা কৌশল ও কার্যাবলীর দিক থেকে অন্যান্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান থেকে আলাদা। নিচে বাণিজ্যিক ব্যাংকের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলো।

১। গঠন প্রক্রিয়া: বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত অংশীদারী আইন, কোম্পানী আইন বা সমবায় আইনের আওতায় দেশে প্রচলিত ব্যাংকিং আইন বলে গঠিত হয়।

২। মুনাফা অর্জন: বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো মুনাফা অর্জন। যা অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংকের উদ্দেশ্য থেকে আলাদা। তাই বাণিজ্যিক ব্যাংককে কঠিন বাজার প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে মুনাফা অর্জন করতে হয়।

৩। মালিকানা: মালিকাণার দিক থেকেও এর কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে যেমনঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংক রাষ্ট্রের মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হলেও বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত বেসরকারী বা ক্ষেত্র বিশেষে সরকারী বেসরকারী যৌথ মালিকাণায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়।

৪। সঞ্চয় সংগ্রহ ও স্বল্প মেয়াদী ঋণ দান: বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে এক পক্ষের কাছ থেকে আমানতের মাধ্যমে সঞ্চয় সংগ্রহ করে এবং এই সঞ্চিত অর্থ অন্য পক্ষকে ঋণ নগদ ঋণ অথবা জমাতিরিক্ত ঋণ আকারে দিয়ে থাকে। এছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রত্যয়ন পত্র, বিনিময় বিল, হুন্ডি বা ব্যাংক ড্রাফ্ট্ এর মাধ্যমে গ্রাহকদের ঋণের সুবিধা দিয়ে থাকে।

৫। বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি: বাণিজ্যিক ব্যাংক মুদ্রা সৃষ্টি করতে না পারলেও বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে চেক, ব্যাংক ড্রাফ্ট্, প্রত্যয়ন পত্র ক্রেডিক কার্ড ইত্যাদি ইস্যু করে থাকে। তাই আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এ সকল ব্যাংক খুব সহজেই বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করতে পারে যা অন্যান্য ব্যাংকের পক্ষে সম্ভব নয়।

৬। ঝুঁকি: বাণিজ্যিক ব্যাংক ঝুঁকি গ্রহণের মধ্যে দিয়েই মুনাফা অর্জন করে কারণ আমানতকারীরা ব্যাংকের উপরে আস্থা হারালে বা ঋণ দেওয়ার সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন না করলে বাণিজ্যিক ব্যাংককে বড় ধরনের ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হয়। এ কারণেই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সবসময়ই আমানতকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে থাকে এবং ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে যাচাই বাছাই নীতি অনুসরন করে গ্রাহক নির্বাচন করে থাকে।

৭। শাখা ব্যাংকিং ব্যবস্থা: বাণিজ্যিক ব্যাংক গুলো সাধারণত অন্যান্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের মতো মাত্র একটি বা অল্প সংখ্যক অফিস ব্যবহার করে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না। কারণ দেশ বিদেশ থেকে সঞ্চয় সংগ্রহ, অর্থ স্থানান্ড্র ও বৈদেশিক বিনিময়ের সুবিধার কারণে অনেক শাখা স্থাপন করতে হয়।

৮। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভূক্তি: দেশের ব্যাংকিং আইনের আওতায় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমতি নিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক গঠিত হয়। বাধ্যতামূলক না হলেও ব্যাংকগুলোর নিজস্ব প্রয়োজনে বাংলাদেশের অধিকাংশ বাণিজ্যিক ব্যাংকই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত।

৯। সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান: মুনাফা অর্জন করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও মক্কেলদের বহুমূখী চাহিদা পূরণে এবং বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কেবলমাত্র আমানত সংগ্রহ ও ঋণদান ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের বিশেষায়িত সেবা দিয়ে থাকে। তাই সবশেষে বলা যায় বাণিজ্যিক ব্যাংকের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা বাণিজ্যিক ব্যাংককে অন্যান্য ব্যাংক থেকে আলাদা করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্দেশ্য

সাধারণভাবে বলতে গেলে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যেই বাণিজ্যিক ব্যাংক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তবে মুনাফা অর্জন ছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাংকের আর যে সকল উদ্দেশ্য আছে তা নিচে আলোচনা করা হলো।

১। জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করা।

২। বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করে মুলধন গঠন করা।

৩। সংগৃহীত মুলধন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করা ও বিভিন্ন খাতে ঋণ দেওয়া।

৪। বিভিন্ন ধরনের বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করা যেমন চেক, ড্রাফ্ট্, বিল ইত্যাদি।

৫। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে মুদ্রা তৈরী ও প্রচলন করে তা জনগণের কাছে সরবরাহ করা।

৬। জনগণের আমানতের নিরাপত্তা বিধান করা।

৭। দেশ বিদেশের বিভিন্ন স্থানে শাখা প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ব্যাংকিং সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে আঞ্চলিক উন্নয়ন করা।

৮। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারীদের ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে দারিদ্র বিমোচন করা।

৯। বিভিন্ন উন্নয়মুখী প্রকল্পে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার মাধ্যমে দেশের সামগ্রীক অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাধারণ কার্যাবলী

কেবলমাত্র আমানত সংগ্রহ করা ও ঋণ দেওয়ার মধ্য দিয়েই ব্যাংকিং ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হলেও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়নের সাথে সাথে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাজের পরিধিও দিন দিন বেড়ে গেছে। বর্তমান আধুনিক বিশ্বে মক্কেলদের বিভিন্নমুখী চাহিদা পূরণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক যে বহুমুখী কাজ করে থাকে তাকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: সাধারণ কার্যাবলী, প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী, সেবামূলক কার্যাবলী এবং অন্যান্য কার্যাবলী। নিচে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাধারণ কাজগুলো উল্লেখ করা হলো।

১। আমানত সংগ্রহ: জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়গুলো বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আমানত হিসাবে সংগ্রহ করা।

২। টাকা উত্তোলনের সুযোগ দেওয়া: মক্কেলদের জমাকৃত টাকা চাওয়া মাত্র ব্যাংক ফেরত দেয়। চলতি হিসাবের মক্কেল কোন কার্যদিবসে যতবার ইচ্ছা ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে পারে। সঞ্চয়ী হিসাবের মক্কেল সপ্তাহে দুইবার এবং মেয়াদী হিসাবের মক্কেল মেয়াদ শেষে ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে পারে।

৩। ঋণ দেওয়া: আমানত হিসাবে পাওয়া অর্থ ব্যাংক অল্প মেয়াদে ঋণ হিসাবে বিতরণ করে থাকে। সাধারণত আমানতকারীদের টাকার উপর ব্যাংক অল্প সুদ দেয় এবং ঋণের উপরে ব্যাংক অপেক্ষাকৃত বেশি সুদ আদায় করে। এই দুই সুদের পার্থক্যই ব্যাংকের লাভ।

৪। বিনিয়োগ করা: আমানতের সবটুকুই ঋণ হিসাবে বিতরণ না করে এর একটা অংশ ব্যাংক বিভিন্ন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে। ক্ষেত্র বিশেষে বন্ড, সিকিউরিটিজ, শেয়ার ইত্যাদি কিনেও ব্যাংক টাকা বিনিয়োগ করে।

৫। বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করা: বাণিজ্যিক ব্যাংক বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে বিভিন্ন ধরনের চেক, ব্যাংক ড্রাফ্ট্, পে-অর্ডার, প্রত্যয়ন পত্র ইত্যাদি প্রচলন করে। এ জাতীয় মাধ্যম অর্থের পরিবর্তে মক্কেলগণ ব্যবহার করতে পারে।

৬। ঋণ আমানত সৃষ্টি: ব্যাংক জনগণকে যে ঋণ দিয়ে থাকে তা নগদ টাকায় পরিশোধ না করে ব্যাংকে ঋণ গ্রহীতার নামে একটি হিসাব খুলে তাতে জমা করে। ফলে ঋণ থেকে ঋণ আমানতের সৃষ্টি হয়।

৭। বিলবাট্টা করা: ব্যবসায়ীগণ বিভিন্ন প্রকার বিলের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই বাণিজ্যিক ব্যাংকে ঐ বিল ভাঙিয়ে বা বাট্টা করে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান পেতে পারে। বাট্টা হিসাবে পাওয়া অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি আয়।

৮। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সহযোগিতা করা: দেশে ঋণের পরিমাণ ও টাকার মান স্থিতিশীল রাখার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাণিজ্যিক ব্যাংক তা বাস্ড়বায়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সহযোগিতা করে।

৯। বৈদেশিক বিনিময়ে সহযোগিতা করা: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহযোগিতা করার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলের পক্ষে বিনিময় বিলের স্বীকৃতি দেয় এবং বিনিময় হার নির্ধারণ করে লেনদেন নিস্পত্তি করে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমতি সাপেক্ষে বৈদেশিক মুদ্রা কেনা বেচার কাজেও অংশগ্রহণ করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক সত্যিই ঋণ সৃষ্টি করতে পারে কি?

বাণিজ্যিক ব্যাংক এক পক্ষের কাছ থেকে কম সুদে আমানত বা ঋণ সংগ্রহ করে এবং ঐ আমানতের একটি অংশ নগদ জমা রেখে বাকি অংশ আরেক পক্ষকে অপেক্ষাকৃত বেশি সুদে ঋণ হিসাবে দিয়ে থাকে। তবে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণের টাকা নগদে না দিয়ে ঋণ গ্রহীতার নামে ব্যাংকে একটি হিসাব খুলে তাতে জমা করে যা আবারও আমানত সৃষ্টি করে। এই আমানতের একটি অংশ আবারও নগদ জমা রেখে বাকি অংশ আরেক পক্ষকে ঋণ হিসাবে দেয়। এভাবে ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করে আমানত সৃষ্টি করে, আবার এই আমানত ঋণ হিসাবে বিতরণ করে। বিতরণ করা ঋণ ব্যাংক হিসাবে জমা করে আবারও আমানতের সৃষ্টি হয় এবং এই প্রক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ড় চলতে থাকে।

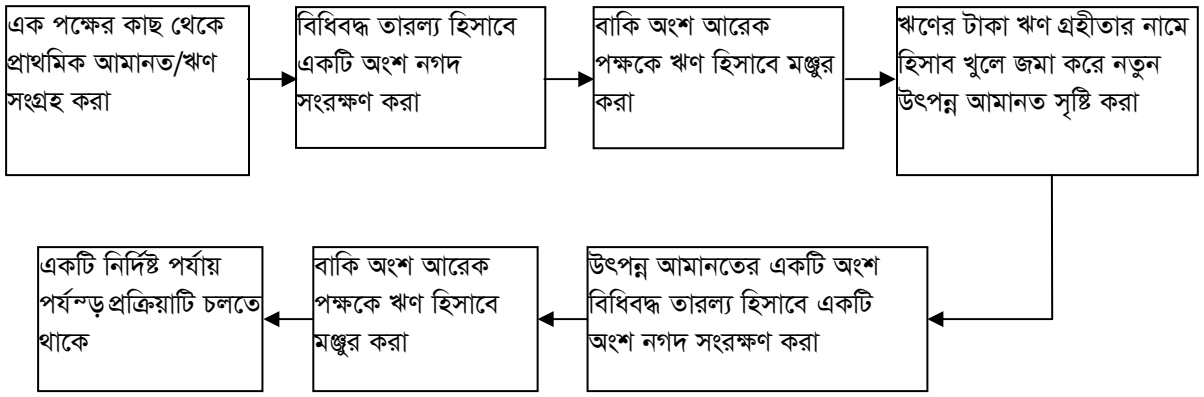

উপরের ছকটি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বলা যেতে পারে। ধরুন করিম কোন ব্যাংকে ১০০ টাকা আমানত হিসাবে জমা রাখলো। এই আমানতকে প্রাথমিক আমানত বলে। ব্যাংকের জন্য আমানত গ্রহণ আসলে মক্কেলের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ। ১০০ টাকার আমানত হতে ব্যাংক ২০ টাকা বিধিবদ্ধ তারল্য হিসাবে জমা রেখে বাকি ৮০ টাকা শাফিনকে ঋণ হিসাবে দিলো। তবে এই টাকা নগদে না দিয়ে শাফিনের নামে ব্যাংকে একটি হিসাব খুলে তাতে জমা করলো, ফলে নতুন করে আমানতের সৃষ্টি হলো। এই আমানতকে উৎপন্ন আমানত বলা হয়। উলে- খ্য, শাফিন চেক কেটে ভবিষ্যত প্রয়োজনে এই ঋণের টাকা তুলতে পারবে। শাফিনের হিসাবের ৮০ টাকার উৎপন্ন আমানত থেকে আবারও ২০% টাকা অর্থাৎ ১৬ টাকা তারল্য সঞ্চীতি রেখে বাকি ৬৪ টাকা সুজনকে ঋণ হিসাবে দিলো, যা আবারও উৎপন্ন আমানত সৃষ্টি করলো। এভাবে একটি প্রাথমিক আমানত থেকে ঋণ সৃষ্টি এবং ঋণ থেকে পুনরায় আমানত সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের বহুগুণীতক ঋণ সৃষ্টি বলে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের এই বহুগুণীতক ঋণ সৃষ্টির ধারণাটি প্রশ্নের উর্ধে নয়। কোন কোন ব্যাংক বিশেষজ্ঞ মনে করেন বিশেষ এই প্রক্রিয়ায় ব্যাংক বহুগুণীতক আমানত ও ঋণ সৃষ্টির মাধ্যমে একটি দেশের অর্থ সরবরাহে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। আবার আরেক পক্ষ মনে করে ব্যাংক প্রকৃতপক্ষে নিজ থেকে কোন ঋণ সৃষ্টি করতে পারে না। নিচে বহুগুণীতক ঋণ সৃষ্টির ধারণার পক্ষের ও বিপক্ষের যুক্তি আলোচনা করা হলো।

বিপক্ষের যুক্তি

ব্যাংক বিশেষজ্ঞ Walter Leaf মনে করেন ব্যাংক নতুন কোন ঋণের সৃষ্টি করতে পারে না বরং আমানতকারীদের জমাকৃত টাকাই কেবল ঋণ হিসাবে বিতরণ করতে পারে। তিনি বলেন, যারা ব্যাংকে আমানত জমা করে তারা কিছুদিনের মধ্যেই ঐ টাকা উঠিয়ে নিতে পারে। তাই ব্যাংককে আমানতকারীদের দাবী পরিশোধের জন্য আমানতের বিপক্ষে নগদ টাকা জমা রাখতে হয়। যদিও ধরে নেওয়া হয় যে আরও নতুন আমানত জমা হবে তবুও বলা যায় যে, ব্যাংক বড়জোর আমানতের পুরো টাকাটাই ঋণ হিসাবে দিতে পারে, কিন্তু এর বেশি নয়। সুতরাং ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টির ধারণাটি অবান্ড়র।

অর্থনীতিবিদ Edwin Cannon এ বিষয়টাকেই একটি উদাহরণের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন - ধরি, একটা নাইট ক্লাবে প্রতি রাতে ১০০ জন সদস্য প্রত্যেকেই একটি করে ছাতা নিয়ে আসে এবং তা ক্লাবের কাউন্টারে জমা রাখে। এখন যদি কাউন্টার সংরক্ষক তার অভিজ্ঞতা থেকে দেখে যে প্রতি ঘন্টায় সর্বোচ্চ ১০ জন ছাতা ফেরত নিয়ে যায়, তবে কি বলা যাবে যে, ঐ সংরক্ষক বাকি ৯০টি ছাতা ১ ঘন্টার জন্য ভাড়া দিয়ে আয় করবে? আর যদি তা করেও তবে একথা বলা কি ঠিক হবে যে,

সংরক্ষক নতুন ৯০টি ছাতা সৃষ্টি করেছে? তেমনি ব্যাংক যদি আমানতকারীদের জমাকৃত টাকার অংশবিশেষ ঋণ হিসাবে বিতরণ করে সেক্ষেত্রেও ব্যাংক নতুন ঋণ সৃষ্টি করেছে তা বলা যাবে না।

পক্ষের যুক্তি

ইংল্যান্ডের প্রখ্যত ব্যাংক বিশেষজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদ McLead (ম্যাকলিড), Howtrey (হট্রে), Robertson (রবার্টসন) এবং জার্মানির Schumpter (শম্পটার), Kahn (কান) সবাই এই মর্মে স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, ব্যাংক সত্যিই ঋণ সৃষ্টি করতে পারে। তবে তারা এও বলেছেন যে, ব্যাংকের প্রাথমিক আমানতের উপর নির্ভর করেই নতুন উৎপন্ন আমানতও ঋণ সৃষ্টি হয়। এই উৎপন্ন আমানত বা ঋণের পরিমাণ কি হবে তা ব্যাংক ব্যবস্থার অবস্থান আর্থিক লেনদেনে মক্কেলগণ ব্যাংকের উপর কতটা নির্ভর করে, জনগণের নগদ অর্থ ব্যবহারের প্রবণতা কেমন ইত্যাদি বিষয়ের উপরে নির্ভর করে।

কোন একটি ব্যাংক তার আমানতের আংশিক ঋণ হিসাবে বিতরণ করলেও সামগ্রীক ব্যাংক ব্যবস্থায় যে পরিমাণ প্রাথমিক আমানত জমা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে ঋণ ও বিনিয়োগ সম্ভব হয়। কারণ প্রদত্ত ঋণ ব্যাংকে আমানত হিসাবে জমা করা হয় এবং ঋণ গ্রহণকারী চেক কেটে তা দেনা পরিশোধ করে। ঐ চেক আবার অন্য ব্যাংকে আমানত হিসাবে জমা হয় যা থেকে আবারও একটা অংশ ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়। এভাবেই দেশের সামগ্রীক ব্যাংক ব্যবস্থায় মোট উৎপন্ন আমানত ও ঋণের পরিমাণ বাড়তে থাকে।

ব্যাংক ঋণ সৃষ্টি করতে পারে এই মর্মে আরও একটি যুক্তি হলো - ব্যাংক যদি বহুগুণীতক ঋণ ও আমানত সৃষ্টি করতে না-ই পারতো তাহলে দেশের ব্যাংকগুলোতে জমাকৃত মোট আমানতের পরিমাণ কখনোই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইস্যুকৃত মোট মুদ্রার পরিমাণের চেয়ে বেশি হতো না। উদাহরণস্বরূপ ঃ ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচলিত নোট ও মুদ্রার পরিমাণ ছিল ১৬,৯৪২.৯৭ কোটি টাকা। এই সময়ে দেশের ব্যাংক ব্যবস্থায় মোট তলবী ও মেয়াদী আমানতের পরিমাণ ছিল সর্বোমোট ১,২২,১৭৩.৯২ কোটি টাকা। ব্যাংক ব্যবস্থায় বহুগুণীতক ঋণ ও আমানত সৃষ্টির ফলেই যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইস্যুকৃত মুদ্রা ও নোট প্রায় সাতগুন বৃদ্ধি পেয়ে ব্যাংক আমানতে রূপান্তরিত হলো তা বলাই বাহুল্য।

উপরের আলোচনা শেষে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বাণিজ্যিক ব্যাংক সত্যিই ঋণ সৃষ্টি করতে পারে। তবে কোন একটি নির্দিষ্ট ব্যাংক তার প্রাথমিক আমানতের তুলনায় খুব বেশি উৎপন্ন আমানত ও ঋণ সৃষ্টি করতে না পারলেও সামগ্রিক ব্যাংক ব্যবস্থায় উৎপন্ন আমানত ও ঋণের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পায়।

পাঠ সংক্ষেপ: ৩.১

- বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো এমন একটি ব্যাংক যা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কম সুদে এক পক্ষ থেকে আমানত সংগ্রহ করে এবং অপেক্ষাকৃত বেশি সুদে অন্যপক্ষকে ঋণ দেয় বা লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে।
- বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত অংশীদারী আইন, কোম্পানী আইন বা সমবায় আইনের আওতায় দেশে প্রচলিত ব্যাংকিং আইন বলে গঠিত হয়।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংক রাষ্ট্রের মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হলেও বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত বেসরকারী বা ক্ষেত্র বিশেষে সরকারী বেসরকারী যৌথ মালিকাণায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়।
- বাণিজ্যিক ব্যাংক মুদ্রা সৃষ্টি করতে না পারলেও বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে চেক, ব্যাংক ড্রাফ্ট, প্রত্যয়ন পত্র ক্রেডিড কার্ড ইত্যাদি ইস্যু করে থাকে।
- বাধ্যতামূলক না হলেও বাংলাদেশের অধিকাংশ বাণিজ্যিক ব্যাংকই নিজস্ব প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত।
- বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে যেমন - আমানত সংগ্রহ, ঋণ দেওয়া, বিনিয়োগ করা, বিনিয়োগের মাধ্যম সৃষ্টি করা, ঋণ আমানত সৃষ্টি করা, বিল বাট্টা করা, কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সহযোগিতা করা, বৈদেশিক বিনিময়ে সহযোগিতা করা ইত্যাদি।
- বাণিজ্যিক ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানতের একটি অংশ বিধিবদ্ধ তারল্য হিসাবে রেখে বাকি অংশ ঋণ দেয়। এই ঋণ আবার উৎপন্ন আমানত সৃষ্টি করে, যা আবারও ঋণের জন্ম দেয়। এভাবে বহুগুণীতক আমানত ও ঋণ সৃষ্টির মাধ্যমে একটি দেশের অর্থ সরবরাহে বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান লক্ষ্য হলো—
ক) আমানত সংগ্রহ করা খ) ঋণ দেওয়া
গ) বিনিয়োগ করা ঘ) **মুনাফা অর্জন**

২. সংগৃহীত আমানত ঋণ হিসাবে বিতরণ করে এবং ঐ ঋণ পুনরায় আমানত হিসাবে জমা করায় যে আমানতের সৃষ্টি হয় তাকে বলে—
ক) বিধিবদ্ধ তারল্য খ) প্রাথমিক আমানত
গ) **উৎপন্ন আমানত** **ঘ)** কোনটিই নয়

৩. বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের সংগৃহীত আমানতের যে অংশ বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে জমা রাখে তাকে বলে
ক) বিধিবদ্ধ জমা **খ)** জামানত
গ) কমিশন ঘ) ব্যাংক রেট

পাঠ- ২ বিনিয়োগ ব্যাংক ও আমানত ব্যাংক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ বিনিয়োগ ব্যাংক ও আমানত ব্যাংকের সংজ্ঞা বলতে পারবেন
- ☞ আমানত ব্যাংকিং ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- ☞ বিনিয়োগ ব্যাংক কি কি কাজ করে তা বলতে পারবেন
- ☞ বিনিয়োগ ব্যাংকের সুবিধা-অসুবিধাগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন

বিনিয়োগ ব্যাংক

বিনিয়োগ ব্যাংক হলো এমন এক ধরনের বিশেষায়িত ব্যাংক যা বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা বা শিল্পখাতে দীর্ঘমেয়াদী মুলধন সংগ্রহের জন্য গঠিত ও পরিচালিত হয়। ১৮৫৩ সালের পরে জার্মানিতে বাণিজ্যিক ও আমানত ব্যাংকগুলোর দীর্ঘমেয়াদী মুলধন সরবরাহের অক্ষমতার প্রেক্ষাপটে এ জাতীয় ব্যাংক গড়ে উঠে। বিনিয়োগ ব্যাংকের মূল কাজ হলো বড় আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠনে মুলধন সরবরাহের জন্য এর শেয়ার বিক্রির অবলেখক এবং দায় গ্রহণকারী হিসাবে কাজ করা। অনেক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ব্যাংকের আর্থিক সামর্থ্য ভাল থাকলে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন কোম্পানীর সকল শেয়ার এই ব্যাংক এককভাবে বা একটি সিন্ডিকেট গঠন করে কিনে নেয়। এই টাকায় ঐ নতুন কোম্পানীর মুলধন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ব্যাংক পরবর্তী সময়ে সুবিধামত তা বিক্রির ব্যবস্থা করে তাই সবশেষে বলা যায় বিনিয়োগ ব্যাংক হলো এমন একটি সংগঠন বা আর্থিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যা বিভিন্ন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সরকারী সংস্থার শেয়ার, স্টক ও বন্ড বিক্রি করে দীর্ঘমেয়াদী মুলধন সরবরাহ করে।

আমানত ব্যাংক

যে ব্যাংক এক পক্ষের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে এবং স্বল্প মেয়াদে অন্য পক্ষকে ঋণ দেয় তাকে আমানত ব্যাংকিং বলে। আমানত ব্যাংকিং আসলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজের একটি প্রকৃতি। আমাদের দেশে যে সব বাণিজ্যিক ব্যাংক কাজ করে তার অধিকাংশই মূলত আমানত ব্যাংকিং করে। এ ধরনের ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি হয় ও বিকাশ লাভ করে যুক্তরাজ্যে।

M.N. Mishra এর মতে আমানত ব্যাংকিং হলো এমন এক ধরনের ব্যাংকিং পদ্ধতি যেখানে জনগণের নিকট থেকে আমানত সংগ্রহকে উৎসাহিত করা হয়। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১২ মাস মেয়াদে ঋণ দেওয়া হয়। এ ধরনের ঋণ ও অগ্রীম স্বল্প মেয়াদী হয় এবং শুধুমাত্র চলতি মূলধনের প্রয়োজন মেটায়।

বিনিয়োগ ব্যাংকের কার্যাবলী

বিনিয়োগ ব্যাংক একটি দেশের শিল্পখাতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখে। বিনিয়োগ ব্যাংকের এই আর্থিক কার্যক্রমগুলো নিচে আলোচনা করা হলো।

১। অবলেখন

বিনিয়োগ ব্যাংক বিভিন্ন সরকারী, আধা সরকারী সংস্থা এবং কোম্পানীর প্রাথমিক সিকিউরিটিজ কমিশনের বিনিময়ে বিক্রি করে। এই কাজকে অবলেখন বলে। সিকিউরিটিজ বিক্রির পাশাপাশি এ সকল ব্যাংক সিকিউরিটিজ ইস্যু সংক্রান্ত প্রাথমিক কাজগুলো করতেও সহযোগীতা করে থাকে।

২। সিকিউরিজি ক্রয়

শুধুমাত্র অবলেখক হিসাবেই কাজ না করে বিনিয়োগ ব্যাংকগুলো নিজেরাও প্রচুর পরিমাণে সিকিউরিটিজ ক্রয় করে। তবে এ ক্ষেত্রে কোম্পানীর বর্তমান অবস্থা, সম্ভাবনা, প্রডাক্টের মান, ব্যবস্থাপনা পর্যদের দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক বিশ্লেষণ করে সিকিউরিটিজ ক্রয় করে।

৩। মাধ্যমিক বাজারে লেনদেন

শুধুমাত্র প্রাথমিক শেয়ার নয়, এ ধরনের ব্যাংক শেয়ার বাজারের সদস্য হয়ে মাধ্যমিক শেয়ারও কেনা বেচায় অংশগ্রহণ করে। এই ব্যাংক নিজে শেয়ার কেনা ছাড়াও বিনিয়োগকারীদের প্রতিনিধি হিসাবে মাধ্যমিক সিকিউরিটি কেনাবেচায় অংশগ্রহণ করে।

৪। বিনিয়োগকারীদের হিসাব পরিচালনা

ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের উৎসাহীত করার জন্য বিনিয়োগ ব্যাংক তাদের বিনিয়োগ হিসাব খোলার সুযোগ দেয়। এবং বিনিয়োগকারীদের চাহিদামত তাদের পক্ষে সিকিউরিটিজ ক্রয় বা বিক্রয় ও বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করে।

৫। বিনিয়োগ সিন্ডিকেটে অংশগ্রহণ

অনেক বড় ধরনের বিনিয়োগ প্রকল্পের শেয়ার ইস্যু ম্যানেজার হিসাবে নিয়োগ পেলে এই ব্যাংক অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে অবলেখন সিন্ডিকেট গঠন করে। আবার অনেক সময় নিজেরাও অন্য কোন অবলেখন সিন্ডিকেটের সদস্য হিসাবে কাজ করে। এতে অনেক বড় প্রকল্পের মুলধন সরবরাহ করা সহজ হয়।

৬। তহবিল ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করা

বিনিয়োগ ব্যাংক অনেক সময় নিজস্ব উদ্দ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর তহবিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে ব্যাংক ঐ কোম্পানীর প্রয়োজনীয় তহবিলের পরিমাণ নির্ধারণ করে। কোন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করা যেতে পারে তা নির্বাচন করে, অর্থ সংগ্রহ করে এবং তহবিল বাড়তি থাকলে তা কোথায় বিনিয়োগ করা যেতে পারে তা নির্বাচন করে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে থাকে।

৭। কোম্পানী পরিচালনায় অংশগ্রহণ করা

যেহেতু বিনিয়োগ ব্যাংক নিজেরাও বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার কেনে তাই শেয়ারহোল্ডার হিসাবে ঐ সমস্ত কোম্পানীর সভায় অংশগ্রহণ করতে হয়। বিনিয়োগের পরিমাণ বেশি হলে ঐ সকল কোম্পানীর পরিচালক নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করে। অনেক সময় পরিচালক হয়ে ঐ সকল কোম্পানীর পরিচালনাতেও সরাসরি অংশগ্রহণ করে থাকে।

৮। একত্রীকরণ ও অধিগ্রহণ

বিনিয়োগ ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন কোম্পানীর কার্যক্রমকে আরও বেশি গতিশীল করার জন্য ঐ কোম্পানী কর্তৃক নতুন কোন কোম্পানীকে একত্রিকরণ, আত্মিকরণ, পূনর্গঠন বা অধিগ্রহণে ব্যাংক সহায়তা করে থাকে।

উপরের এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, বিনিয়োগ ব্যাংক শুধুমাত্র শেয়ার অবলেখকের দায়িত্ব পালন করে না, বরং একটি দেশের বিনিয়োগ পরিবেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ সহায়ক কাজ করে থাকে।

বিনিয়োগ ব্যাংকিং-এর সুবিধাসমূহ

কোন একটি দেশের শিল্পখাতে দীর্ঘমেয়াদী মুলধন সরবরাহের জন্য বা মুলধন সংগ্রহে সহযোগিতার জন্য যে বিশেষায়িত ব্যাংক গঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে বিনিয়োগ ব্যাংক বলে। বিনিয়োগ ব্যাংক একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষত শিল্পখাতের উন্নয়নে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে থাকে। নিচে বিনিয়োগ ব্যাংকের এসকল সুবিধাজনক দিকগুলো আলোচনা করা হলো।

১। মুলধন গঠনে সহায়তা করা

দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানে মুলধন সরবরাহের জন্য বিনিয়োগ ব্যাংক সিকিউরিটিজ বিক্রির দায়িত্ব পালন করে থাকে। প্রয়োজনে এই ব্যাংক নিজেই প্রচুর পরিমাণে সিকিউরিটিজ কিনে অথবা অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যাংকের সাথে যৌথ অবলেখন সিন্ডিকেট গঠন করে সিকিউরিটিজ বিক্রি করে থাকে।

২। সহায়ক তথ্য দান

বিনিয়োগ ব্যাংক শুধু মুলধন সরবরাহ করে না বরং কোন খাতে বিনিয়োগ করলে তা বেশি লাভজনক হবে এবং প্রাথমিক শেয়ার ইস্যুর বেলায় কি কি করণীয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য, পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে থাকে। বিনিয়োগ ব্যাংকের উদ্দ্যোগে গঠিত কোম্পানী পরিচালনা ক্ষেত্রেও এই ব্যাংক পরামর্শ দিয়ে থাকে। এছাড়াও অনেক সময় কোম্পানীর শেয়ারের একটা উলে- খযোগ্য অংশ নিজেরা কিনে নেয় বলে কোম্পানী পরিচালনায় সরাসরিও অংশগ্রহণ করে।

৩। বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করা

একটি দেশের সামগ্রীক বিনিয়োগ পরিবেশ সেই দেশের বিনিয়োগ ব্যাংকগুলোর সফলতার উপরে অনেকাংশে নির্ভর করে। কারণ কোন দেশের বিনিয়োগ পরিবেশ যাতে ভালো থাকে এবং কোম্পানীগুলো যাতে ভালো মুনাফা অর্জন করতে পারে সেজন্য বিনিয়োগ ব্যাংক সবরকমের সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

৪। বিনিয়োগকারীদের সহযোগিতা করা

এই ব্যাংক অনেকসময় বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ একাউন্ট খুলে লেনদেনের সুযোগ দেয়। এছাড়াও সমগ্র বিনিয়োগ বাজারের আর্থিক অবস্থা, বাজার পরিস্থিতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের সঠিক তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে থাকে। ফলে শেয়ার বেচা কেনার বিষয়ে বিনিয়োগকারীরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বিনিয়োগকারীদের সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী বিনিয়োগ ব্যাংক তাদের পক্ষে শেয়ার বেচা কেনা ও বিনিয়োগ হিসাব পরিচালনা করে।

৫। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

যে কোন দেশের শিল্পায়নে ও বেকার সমস্যা সমাধানে সরকারের পাশাপাশি বিনিয়োগ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বিনিয়োগ ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা ও পরামর্শে দেশে বড় বড় শিল্প কারখানা গড়ে উঠে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয় যার ফলে দেশের বেকারত্ব ও দারিদ্র ঘুচে গিয়ে উন্নয়ন নিশ্চিত হয়।

বিনিয়োগ ব্যাংকের অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতা

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও শিল্পখাতের বিকাশে বিনিয়োগ ব্যাংক নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও এই ব্যাংকের কিছু সীমাবদ্ধতা বা অসুবিধাও রয়েছে। নিচে বিনিয়োগ ব্যাংকের সীমাবদ্ধতাগুলো আলোচনা করা হলো।

১। সীমাবদ্ধ মুলধন

বিনিয়োগ ব্যাংকের আমানত গ্রহণের কোন সুযোগ না থাকায় বেশি পরিমাণে বিনিয়োগ করতে হলে নিজস্ব উৎস থেকে মুলধন সংগ্রহ বা অন্য কোন উৎস থেকে ঋণ নিতে হয়। তাই অনেক ক্ষেত্রেই বেশি মুলধন প্রয়োজন হয় এমন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা এই ব্যাংকের জন্য কঠিন হয়ে পরতে পারে।

২। অদক্ষতার ঝুঁকি

বিনিয়োগ ব্যাংক বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার কমিশনের মাধ্যমে অবলেখন, নিজে শেয়ার কেনা বেচা করা এবং সম্ভাবনাময়ী নতুন বিনিয়োগক্ষেত্র খুজে বের করে উদ্দ্যোক্তাদের বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। বিনিয়োগ বাজার বিশ্লেষণে এবং বিনিয়োগ ব্যবস্থাপণায় যথেষ্ট দক্ষতা না থাকলে এই ব্যাংকের সফলতা ঝুঁকির সম্মুখীন হয়।

৩। শেয়ারের ফটকা ব্যবসায়

বিনিয়োগ ব্যাংক নিজের নামে কেনা শেয়ারের দাম বাড়ানোর জন্য অথবা বিনিয়োগ সহযোগিতা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর শেয়ার নিয়েও কোন কোন ক্ষেত্রে ফটকা ব্যবসায়ে লিপ্ত হতে পারে। বিনিয়োগ ব্যাংকের এমন কাজ গোটা শেয়ার বাজারকে অস্থিতিশীল করে তোলে এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীরা শেয়ার মার্কেটের উপরে আস্থা হারায়।

৪। পরিচালনা পর্যদে হস্তক্ষেপ

বিনিয়োগ ব্যাংক যদি বিনিয়োগ সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর বা অন্য কোন কোম্পানীর প্রচুর পরিমাণে শেয়ার ক্রয় করে তবে স্বাভাবিকভাবেই ঐ সব কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদে বিনিয়োগ ব্যাংকের একটা বড় নিয়ন্ত্রণ থেকে যা। বিনিয়োগ ব্যাংক যদি

তার এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজস্ব স্বার্থ আদায়ের চেষ্টা করে তবে তা ঐ কোম্পানীগুলোর জন্য খুবই ক্ষতিকর হয়।

৫। প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাব

দেশের অর্থনৈতিক মন্দা অবস্থা অথবা আন্তর্জাতিক বিরূপ পরিস্থিতি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য পরিবেশ খারাপ হলে বিনিয়োগ ব্যাংকগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। নতুন বিনিয়োগ বাধাগ্রস্থ হওয়ায় এ সমস্ত ব্যাংকের কার্যক্রম সীমিত হয়ে পড়ে এবং শেয়ার বাজারে শেয়ারের দাম পড়ে যাওয়ায় ব্যাংকের সম্পদের মূল্য হ্রাস পায়। এরকম অনাকাি খত পরিস্থিতি বেশি দিন চলতে থাকলে এই ব্যাংকগুলোর অস্িতত্ব ঝুঁকির সম্মুখীন হয়।

৬। একচেটিয়া প্রবণতা

বিনিয়োগ ব্যাংকগুলো অনেকসময় নিজেদের বিনিয়োগ সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে একটি কার্টেল বা ব্যবসায়ীক জোট গঠন করে বাজারে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালায়। এটা সম্ভব হলে সাধারণ ক্রেতারা ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং নতুন শিল্প গড়ে ওঠার সুযোগ বাধাগ্রস্থ হয়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বিনিয়োগ ব্যাংক বিভিন্নভাবে ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে অথবা বিনিয়োগ বাজারকে বা দেশের সামগ্রিক বিনিয়োগ পরিবেশকে বিভিন্ন উপায়ে ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে। তারপরও এটি সত্য যে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ করে শিল্প উন্নয়নে বিনিয়োগ ব্যাংকের অবদান অস্বীকার করা যায় না।

পাঠ সংক্ষেপ: ৩.২

- বিনিয়োগ ব্যাংক হলো এমন এক ধরনের বিশেষায়িত ব্যাংক যা বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা বা শিল্পখাতে দীর্ঘমেয়াদী মুলধন সংগ্রহের জন্য গঠিত ও পরিচালিত হয়।
- যে ব্যাংক এক পক্ষের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে এবং স্বল্প মেয়াদে অন্য পক্ষকে ঋণ দেয় তাকে আমানত ব্যাংকিং বলে। আমানত ব্যাংকিং আসলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজের একটি প্রকৃতি।
- বিনিয়োগ ব্যাংকের মূল কাজ হলো বড় আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠনে মুলধন সরবরাহের জন্য এর শেয়ার বিক্রির অবলেখক এবং দায় গ্রহণকারী হিসাবে কাজ করা।
- বিনিয়োগ ব্যাংক শেয়ার বাজারের সদস্য হয়ে মাধ্যমিক শেয়ারও কেনা বেচায় অংশগ্রহণ করে।
- ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করার জন্য বিনিয়োগ ব্যাংক তাদের বিনিয়োগ হিসাব খোলার সুযোগ দেয়।
- বড় ধরনের বিনিয়োগ প্রকল্পের শেয়ার ইস্যু ম্যানেজার হিসাবে নিয়োগ পেলে এই ব্যাংক অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে অবলেখন সিন্ডিকেট গঠন করে।
- এই ব্যাংক তার নিজস্ব উদ্দ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর তহবিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করে।
- বিনিয়োগের পরিমাণ বেশি হলে অনেক সময় পরিচালক হয়ে ঐ সব কোম্পানীর পরিচালনাতেও সরাসরি অংশগ্রহণ করে থাকে।
- এই ব্যাংক দেশের শিল্পায়নে ও বেকার সমস্যা সমাধানে সরকারের পাশাপাশি নিজেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।
- আমানত গ্রহণের কোন সুযোগ না থাকায় বেশি পরিমাণে বিনিয়োগ করতে হলে এই ব্যাংককে নিজস্ব উৎস থেকে মুলধন সংগ্রহ বা অন্য কোন উৎস থেকে ঋণ নিতে হয়।
- বিনিয়োগ ব্যাংক যদি তার নিজস্ব উদ্দ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর পরিচালক হয়ে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অপব্যবহার করে তবে তা ঐ কোম্পানীর জন্য খুবই ক্ষতিকর হয়।
- বিনিয়োগ ব্যাংকগুলো অনেকসময় নিজেদের বিনিয়োগ সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে একটি কার্টেল বা ব্যবসায়ীক জোট গঠন করে বাজারে একচেটিয়া প্রভাব বিস্ড়ারের চেষ্টা চালায়। এতে সাধারণ ক্রেতারা ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং নতুন শিল্প গড়ে ওঠার সুযোগ বাধাগ্রস্থ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. বিনিয়োগ ব্যাংক প্রথম কোন দেশে গড়ে ওঠে?
ক) জার্মান খ) ফ্রান্স
গ) জাপান ঘ) রাশিয়া

২. ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন সরকারী বা বেসরকারী সংস্থা বা কোম্পানীর প্রাথমিক শেয়ার বিক্রি করাকে কি বলে?
ক) বাট্টা করা খ) অবলেখন
গ) অর্থায়ন ঘ) অধিগ্রহণ

৩. নিচের কোনটি বিনিয়োগ ব্যাংকের কাজ নয়
ক) মাধ্যমিক বাজারের সদস্য হিসাবে শেয়ার কেনাবেচা করা
খ) গঠিত কোম্পানীর পরিচালনায় অংশগ্রহণ করা
গ) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা
ঘ) আমানত সংগ্রহ করা

পাঠ- ৩ মিশ্র ব্যাংকিং

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ মিশ্র ব্যাংকের সংজ্ঞা বলতে পারবেন
- ☞ মিশ্র ব্যাংকের সুবিধা-অসুবিধাগুলোর বিবরণ দিতে পারবেন
- ☞ আমানত ব্যাংক ও মিশ্র ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন

মিশ্র ব্যাংক কাকে বলে

আমানত ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ ব্যাংকিং-এর সমন্বয়ে যে ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাকে মিশ্র ব্যাংক বলে। এই ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আমানত সংগ্রহ করে এবং আমানতের একটি অংশ তারল্য সংরক্ষণ করে বাকি অংশ ঋণ হিসাবে দেয় এবং বিনিয়োগ করে। সুতরাং বলা যায়, যে ব্যাংক ব্যবস্থায় যথেষ্ট নিজস্ব মুলধন সংগ্রহ ছাড়াও বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আমানত সংগ্রহ করে এবং তা স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ হিসাবে বিতরণ করে এবং বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার বা ঋণপত্রে বিনিয়োগ করে তাকে মিশ্র ব্যাংকিং বলে।

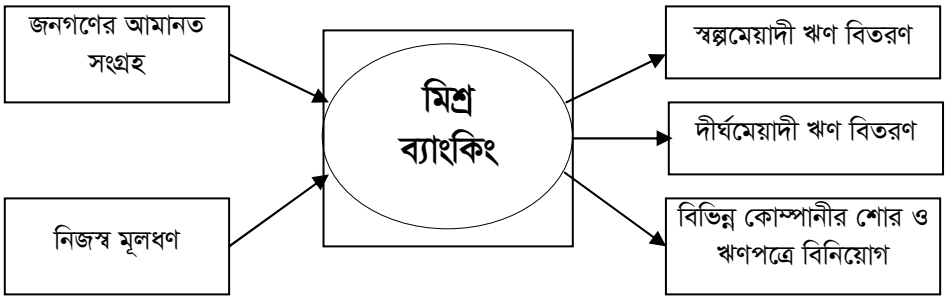

M.N. Mishra এর মতে মিশ্র ব্যাংকিং হলো এমন এক ধরনের ব্যাংকিং পদ্ধতি যেখানে ব্যাংক একই সাথে আমানত সংগ্রহ করে ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করে।

প্রথম দিকে ইংল্যান্ডের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মূলত আমানত ব্যাংক হিসাবেই গড়ে উঠেছিলো এবং তারা জনগণের আমানত সংগ্রহ করে স্বল্প মেয়াদী ঋণ দিতো। পরবর্তীতে ইংল্যান্ডের শিল্প খাতে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ ও বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় ব্যাংকগুলো দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেওয়াও শুরু করে।

অন্যদিকে জার্মানি, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের নিজস্ব মূলধনের পরিমাণ বেশি থাকায় সেদেশের শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য প্রথম থেকেই বিনিয়োগ ব্যাংকের মতো দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দিত। পরবর্তীতে বাড়তি প্রয়োজন মেটাতে ব্যাংকগুলো আমানত সংগ্রহ ও স্বল্প মেয়াদী ঋণ দেওয়া শুরু করে।

এভাবেই সময়ের বিবর্তনে আমানত ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ ব্যাংকিং সমন্বিত হয়ে মিশ্র ব্যাংকিং এর জন্ম হয়। আমাদের দেশে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক ও রূপালী ব্যাংকসহ সরকারী ও বেসরকারী সকল বড় ব্যাংকই আসলে মিশ্র ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে।

মিশ্র ব্যাংকের সুবিধাসমূহ

আমানত ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ ব্যাংকিং এর অসুবিধাগুলো দুর করে উভয় ধরনের ব্যাংকের সুবিধাগুলো একসাথে পাওয়ার জন্য মিশ্র ব্যাংকের জন্ম হয়। মিশ্র ব্যাংকের সুবিধাজনক দিকগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **বেশি তহবিল সংগ্রহ:** এ ধরনের ব্যাংক ব্যবস্থায় একদিকে যেমন নিজেদের মুলধন ব্যবহৃত হয় অন্যদিকে তেমন জনগণের কাছ থেকে আমানতও সংগ্রহ করা হয়। ফলে এই ব্যাংকের পক্ষে বেশি পরিমাণে তহবিল সংগ্রহ সম্ভব হয়।

২. **বেশি পরিমাণে মুলধন গঠন:** এই ব্যাংকিং ব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদী তহবিল সংগ্রহের পাশাপাশি জনগণের কাছ থেকে সঞ্চয় সংগ্রহ করা হয়। ফলে বেশি মুলধন গঠন সম্ভব হয়।

৩. **সম্প্রসারিত ব্যাংকিং কার্যক্রম:** আমানত ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ ব্যাংকিং কার্যক্রম একসাথে পরিচালিত হয় বলে স্বাভাবিক ভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়। সম্প্রসারিত ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যাংকের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৪. **বর্ধিত ব্যাংকিং সুবিধা:** এ ধরনের ব্যাংক থেকে মক্কেলগণ অনেক বেশি সুবিধা পেয়ে থাকেন। কারণ, এই ব্যাংক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেওয়ার পাশাপাশি স্বল্প মেয়াদী ঋণও দেয়।

৫. **উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ:** এ ধরনের ব্যাংক আমানত গ্রহণ ছাড়াও বিভিন্ন ব্যবসায়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে স্বল্প মেয়াদী ঋণ দেয় এবং বড় শিল্পগুলোকে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেয়। ফলে দেশের সামগ্রীক উৎপাদন ও উন্নয়নের গতি বেড়ে যায়।

মিশ্র ব্যাংকের অসুবিধাসমূহ

মিশ্র ব্যাংকের অনেক ধরনের সুবিধাজনক দিক থাকা সত্ত্বেও এর কিছু অসুবিধাও আছে। নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো:

১. **বিশেষায়নের অভাব:** মিশ্র ব্যাংক একই সাথে আমানত ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে বলে কাজের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পায়। ফলে সামগ্রীক দক্ষতা বৃদ্ধি পেলেও বিশেষ কাজে বিশেষ দক্ষতা অর্জনের সুযোগ কমে যায়।

২. **বাড়তি খরচ:** এ ধরনের ব্যাংককে আমানত ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে সাধারণ ব্যাংকিং এর কাজও করতে হয়। এছাড়াও শেয়ার অবলেখক হিসাবে দায়িত্ব পালন করা, শেয়ার কেনা- বেচা করা, কোম্পানী পরিচালনায় অংশগ্রহণ করা, দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেওয়া ও ঋণ আদায় ইত্যাদি কার্যাবলী পরিচালনার কারণে ব্যাংকের খরচ অনেক বেড়ে যায়।

৩. **বাড়তি ঝুঁকি:** দেশের বিনিয়োগ পরিস্থিতি খারাপ হলে বা অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিলে ব্যাংক তার দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ বা ঋণ তুলে আনতে পারে না। সেক্ষেত্রে ব্যাংক মারাত্মক ঝুঁকির সম্মুখীন হয়।

৪. **বিশৃংখলার সৃষ্টি:** এ ধরনের ব্যাংক ব্যবস্থায় বিশেষায়িত জ্ঞানের অভাব, কাজের পরিধির ব্যাপকতা, সুষ্ঠ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের অভাব, বিনিয়োগ ভারসাম্যের অভাব, খেলাপী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি কারণে বিশৃংখলতা ও অব্যবস্থাপনার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

আমানত ব্যাংকিং ও মিশ্র ব্যাংকিং এর মধ্যে পার্থক্য

আমানত ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ ব্যাংকিং এর সংমিশ্রণে মিশ্র ব্যাংকিং ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে। তাই মিশ্র ব্যাংকিং এর সাথে আমানত ব্যাংকিং এর বেশ কিছু মিল আছে। তবে এদের মধ্যে অনেক পার্থক্য ও বিদ্যমান যা নিচের ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

পার্থক্যের বিষয়	আমানত ব্যাংকিং	মিশ্র ব্যাংকিং
১. উদ্দেশ্য	জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করা এবং তাদের স্বল্প মেয়াদী ঋণ দেওয়া।	আমানত সংগ্রহের পাশাপাশি স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেওয়া এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য উন্নয়নে অংশ নেওয়া।
২. কাজের প্রকৃতি	বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করা, স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেওয়া, সাধারণ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা ইত্যাদি।	আমানত সংগ্রহের পাশাপাশি স্বল্প ও দীর্ঘ উভয় মেয়াদে, শেয়ার ও ঋণপত্র কেনা- বেচা করা এবং প্রয়োজন হলে কোম্পানী পরিচালনায় অংশগ্রহণ করা।
৩. কাজের পরিধি	কাজের পরিধি সীমাবদ্ধ থাকে এবং প্রতিষ্ঠানও ছোট হয়।	কাজের পরিধি বড় হয় এবং প্রতিষ্ঠানও বড় হয়।
৪. ঝুঁকির মাত্রা	ঝুঁকির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম থাকে এবং মুনাফাও কম হয়।	ঝুঁকির মাত্রা বেশি থাকে এবং বিনিয়োগ পরিস্থিতি খারাপ হলে বা দেশে অর্থনীতি মন্দা হলে ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যায়।
৫. মূলধনের পরিমাণ	নিজস্ব মূলধনের পরিমাণ বেশি লাগে না কারণ, স্বল্প মেয়াদী ঋণের অধিকাংশই	নিজস্ব মূলধনের পরিমাণ অনেক বেশি থাকতে হয় কারণ, শুধুমাত্র আমানতের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে

পার্থক্যের বিষয়	আমানত ব্যাংকিং	মিশ্র ব্যাংকিং
	জনগণের আমানত থেকে দেওয়া হয়।	দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেওয়া যায় না বা বিনিয়োগ করা যায় না।
৬. ব্যবস্থাপনার মান	ব্যাবস্থাপনা কার্যাবলী তুলনামূলকভাবে সহজ হয় বলে কম দক্ষ ব্যবস্থাপনা হলেও চলে।	ব্যবস্থাপনা কাজের প্রকৃতি ও পরিধি অনেক ব্যাপক ও জটিল বলে ব্যাপস্থাপনাকে বেশি দক্ষ হতে হয়।
৭. উন্নয়নে ভূমিকা	দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ ধরনের ব্যাংকিং ভূমিকা তুলনামূলকভাবে কম থাকে।	আমানত ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ ব্যাংকিং কার্যাবলী একসাথে পরিচালিত হয় বলে এই ব্যাংক জাতীয় অর্থনীতিতে অনেক বেশি ভূমিকা রাখতে পারে।

পাঠ সংক্ষেপ: ৩.৩

- আমানত ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ ব্যাংকিং এর সমন্বয়ে যে ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাকে মিশ্র ব্যাংক বলে।
- মিশ্র ব্যাংকের সুবিধাগুলো হলো: বেশি তহবিল সংগ্রহ করা যায়, বেশি পরিমাণে মুলধন গঠন করা যায়, ব্যাংকিং কার্যক্রম অনেক সম্প্রসারিত হয় এবং দেশের সামগ্রীক উন্নয়নে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে।
- মিশ্র ব্যাংকের অসুবিধাগুলো হলো: কাজের পরিধি বেশি হওয়ায় বিশেষায়নের অভাব, ব্যাংকিং কার্যক্রমের খরচ বেড়ে যায়, দেশের বিনিয়োগ পরিস্থিতি খারাপ হলে ঝুঁকিও বেড়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন ($\surd$) দিন

১. মিশ্র ব্যাংক কোন ধরনের ঋণ দিয়ে থাকে?
   ক) স্বল্প মেয়াদী খ) স্বল্প ও দীর্ঘ উভয় মেয়াদে
   গ) দীর্ঘ মেয়াদী ঘ) কোন ঋণ দেয় না

২. মিশ্র ব্যাংকের তহবিলের মুল উৎস কি?
   ক) আমানত খ) নিজস্ব মুলধন
   গ) কোনটিই নয় ঘ) আমানত ও নিজস্ব মুলধন

৩. আমানত ব্যাংকিং এর তুলনায় মিশ্র ব্যাংকিং এর কাজের পরিধি কেমন?
   ক) সীমাবদ্ধ খ) বিস্তৃত
   গ) একই রকম ঘ) কোনটিই নয়

৪. আমনত ব্যাংকের তুলনায় মিশ্র ব্যাংকের ঝুঁকির পরিমাণ
   ক) অপেক্ষাকৃত কম খ) সমান
   গ) অপেক্ষাকৃত বেশি ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ- ৪ বিনিময় ব্যাংক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন–

- ☞ বিনিময় ব্যাংক কাকে বলে
- ☞ বিনিময় ব্যাংকের প্রধান কাজ কি কি

বিনিময় ব্যাংক কাকে বলে

একটি দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহযোগিতা করার জন্য অর্থাৎ বৈদেশিক লেনদেন নিস্পত্তি ও বৈদেশিক বিনিময়ের জন্য যে বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে বিনিয়োগ ব্যাংক বলে। এই ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশেষ ঋণ সহায়তা দেওয়া ছাড়াও মক্কেলের পক্ষে প্রত্যয়ন পত্র খোলে, বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করে, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করে, বিনিময় বিলে স্বীকৃতি দেয় এবং মক্কেলের পক্ষে বৈদেশিক লেনদেনের নিস্পত্তি করে। এছাড়াও এই ব্যাংক বৈদেশিক বিনিময় বিল কমিশনের ভিত্তিতে বাট্টা করে এবং বিলের মেয়াদ পূর্তি হলে সেই অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় সংগ্রহ করে। বিনিময় ব্যাংক ব্যবস্থা মূলত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বড় বড় ব্যাংকগুলোর বৈদেশিক বিনিময় সংক্রান্ড় কাজের মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন দেশে এই সকল ব্যাংক তাদের শাখা প্রতিষ্ঠা করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিনিময়কে সহজ করেছে। এসকল ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করা ছাড়াও দেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বিদেশের বাজারে পরিচিত করে এবং চারিত্রিক ও স্বচ্ছলতার সনদ প্রদান করে। আমাদের দেশে বৈদেশিক ব্যাংকগুলোর যে শাখা রয়েছে তাদের অন্যতম প্রধান কাজ হলো বিনিময় ব্যাংকিং সুবিধা দেওয়া।

আমাদের দেশে বিশেষায়িত কোন বিনিয়ম ব্যাংক নেই। তবে এদেশে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী ব্যাংকগুলোই মূলত বিনিময় ব্যাংকিং সুবিধা দিয়ে থাকে। আমাদের দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈদেশিক বিনিময় শাখাসমূহ বিনিময় ব্যাংকিং সুবিধা দিয়ে থাকে। যেসকল ব্যাংক আমাদের দেশে বিনিময় ব্যাংকিং কার্যক্রমে জড়িত তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ব্যাংকের নাম নিচের তালিকায় দেওয়া হলো।

দেশী ব্যাংক	বিদেশী ব্যাংক
সোনালী ব্যাংক	আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক
জনতা ব্যাংক	স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক
অগ্রণী ব্যাংক	সিটি ব্যাংক এন এ
উত্তরা ব্যাংক	কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলোন লিঃ
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	দি হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিঃ

বিনিময় ব্যাংকের কার্যাবলী

বৈদেশিক বিনিময়ের হার নির্ধারণ করে বৈদেশিক লেনদেন নিস্পত্তি করা ও বৈদেশিক বাণিজ্যে ঋণ সহায়তা দেওয়া বিনিময় ব্যাংকের প্রধান কাজ হলেও বর্তমানকালে বিনিময় ব্যাংকগুলো বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত থেকে আভ্যন্ড়রীন লেনদেনেও অংশগ্রহণ করে। নিচে বিনিময় ব্যাংকের এসকল কার্যাবলী উলে- খ করা হলো।

১। বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থায়ন

আভ্যন্তরীন বাণিজ্যে অর্থায়ণ বলতে মূলত ঋণদানকে বোঝালেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অর্থায়ণ বলতে শুধুমাত্র ঋণ দেওয়াকেই বুঝায় না বরং এই লেনদেন নিস্পত্তিতে যাবতীয় কাজ সম্পাদনে সহযোগিতা করাকে বুঝায়। যেমন আন্তর্জঅতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক পক্ষ আমদানীকারক এবং আরেক পক্ষ রপ্তানীকারক। তারা দুজন দুই দেশের অধিবাসী হওয়ায় এবং দুটি দেশের মুদ্রা, আইন, বাণিজ্যনীতি মুদ্রার মূল্যমান উঠানামা সবকিছু আলাদা হওয়ায় যে জটিলতার সৃষ্টি হয় বিনিময় ব্যাংককে তা নিরসন করতে হয়।

২। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে আর্থিক সহায়তা দান

বিনিময় ব্যাংক অভ্যন্তরীন বাণিজ্যেও ব্যবসায়ীদের ঋণ দিয়ে থাকে। সাধারণত বিনিময় বিল, পণ্যের মালিকাণার দলিল বা পণ্য জামানত রেখে এ ধরনের ঋণ দেওয়া হয়। এ লক্ষ্যে বিনিময় ব্যাংকগুলো বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্রে তাদের শাখা স্থাপন করে।

৩। বিনিময় বিল সংক্রান্ড় লেনদেন

দেশের কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন বিদেশের কোন আমদানীকারকের কাছে পণ্য রপ্তানী করে তখন বিদেশের আমদানীকারকের কাছ থেকে একটি বিনিময় বিল পায়। বিনিময় ব্যাংক রপ্তানীকারকদের এই সকল বিল কমিশনের বিনিময়ে সংগ্রহ করে দেওয়ার কাজ করে। কখনও কখনও ঐ বিলের মেয়াদ পূর্তির আগেই রপ্তানীকারক তার বিনিময় ব্যাংক থেকে এই বিল ভাঙ্গিয়ে নিতে পারে যাকে বিনিময় বিলের বাট্টাকরণ বলে। পরবর্তীতে বিনিময় ব্যাংক ঐ আমদানীকারকের প্রতিনিধি ব্যাংকের মাধ্যমে বিলের টাকা সংগ্রহ করে নেয়।

৪। সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলী

বিনিময় ব্যাংকগুলো বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো জনগণের আমানত সংগ্রহ করা, ঋণ দেওয়া, প্রতিনিধিত্বমূলক সেবা দেওয়া সহ অন্যান্য সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলী করতে পারে। আমাদের দেশে ষ্ট্যান্ডার্ড চাটার্ট ব্যাংক এবং হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন বিনিময় ব্যাংকিং এর সাথে সাথে সাধারণ ব্যাংকিং কাজগুলো করে থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, বিনিময় ব্যাংক একটি দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠ সংক্ষেপ: ৩.৪

- দেশের আন্ড়র্জাতিক বাণিজ্যে সহযোগিতা করার জন্য অর্থাৎ বৈদেশিক লেনদেন নিস্পত্তি ও বৈদেশিক বিনিময়ের জন্য যে বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে বিনিয়োগ ব্যাংক বলে।
- বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী ব্যাংকগুলোই মূলত এদেশে বিনিময় ব্যাংকিং সুবিধা দিয়ে থাকে। এছাড়াও আমাদের দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈদেশিক বিনিময় শাখাসমূহ বিনিময় ব্যাংকিং সুবিধা দিয়ে থাকে।
- বিনিময় ব্যাংকের কাজ হলো বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থায়ণ করা, আভ্যন্ড়রীণ বাণিজ্যে আর্থিক সহায়তা দেওয়া, বিনিময় বিল সংক্রান্ড় লেনদেন করা এবং সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলী পরিচালনা করা, ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন ($\surd$) দিন

১. বিনিময় ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য হলো
   ক) বৈদেশিক লেনদেন নিস্পত্তিক করা খ) বৈদেশিক বাণিজ্যে ঋণ সহায়তা দেওয়া
   গ) উভয়ই ঘ) কোনটিই নয়

২. কোনটি বিনিময় ব্যাংকের কাজ নয়?
   ক) মক্কেলের পক্ষে প্রত্যয়ন পত্র খোলা খ) অর্থ সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা
   গ) বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করা ঘ) বিনিময় বিলে স্বীকৃতি দেওয়া

৩. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেন নিস্পত্তির জটিলতার কারণ হলো
   ক) পৃথক মুদ্রা খ) পৃথক বাণিজ্য নীতি
   গ) মুদ্রার মূল্যমাণের উঠা নামা ঘ) সবগুলোই

৪. নিচের কোন জামানতের বিপক্ষে বিনিময় ব্যাংক আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ঋণ দিয়ে থাকে?
ক) বিনিময় বিল খ) পণ্য
গ) পণ্যের মালিকাণার দলিল ঘ) সবগুলো

৫. মেয়াদ পূর্তির আগেই রপ্তানিকারক তার বিনিময় বিল ব্যাংক থেকে ভাংগিয়ে নিলে তাকে বলে-
ক) লেনদেন নিস্পত্তিকরণ খ) বিনিময় বিলের বাট্টাকরণ
গ) বিনিময় বিল বন্ধক রাখা ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ- ৫ সমবায় ব্যাংক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ সমবায় ব্যাংকের সংজ্ঞা বলতে পারবেন
- ☞ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড এর উৎপত্তি ও কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারবেন

সমবায় ব্যাংক কাকে বলে

সমবায় আইনের আওতায় গঠিত ও পরিচালিত যে ব্যাংক সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য তাদের কাছ থেকে ছোট ছোট সঞ্চয় আমানত হিসাবে গ্রহণ করে মুলধন গঠন করে এবং স্বল্প মেয়াদে অল্প সুদে ঋণ দেয় তাকে সমবায় ব্যাংক বলে। কোন একক ব্যক্তি বা অন্য কোন ছোট সমবায় সমিতিও সমবায় ব্যাংকের সদস্য হতে পারে। সমবায় ব্যাংকের উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয় বরং পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করাই এই ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য।

আমাদের দেশে কৃষক, তাঁতী, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রভৃতি পেশার নিম্নবৃত্তের মানুষগুলো অর্থের প্রয়োজনে দেশীয় মহাজনের বা দাদন ব্যবসায়ীর কাছে ঋণের জন্য যায়। এসকল ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতাকে অনেক উচ্চহারে সুদ দিতে হয়। ফলে সুদের বোঝা মাথায় নিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। এরকম দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় বিভিন্ন সমবায় সংগঠন ও সমবায় ব্যাংক। ব্যক্তি সদস্য অথবা ছোট ছোট সদস্য সমবায় সমিতিগুলো আমানত হিসাবে যে সঞ্চয় জমা করে তা দিয়েই সমবায় ব্যাংকের মুলধন গঠিত হয়। অবশ্য প্রয়োজন হলে সমবায় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছ থেকে বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে অথবা অন্য যে কোন সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে থাকে। এ মুলধন থেকেই ব্যক্তি সদস্য বা সমবায় সমিতিগুলোকে ঋণ দেওয়া হয়। সমবায় ব্যাংক তার সদস্য নয় এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করতে পারে এবং ঋণ দিতে পারে। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ বাংলাদেশের সমবায় ব্যাংকের একটি উদাহরণ।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ উৎপত্তি ও কার্যক্রম

মূলত দেশের দরিদ্র কৃষকদের আর্থিকভাবে সহায়তা করার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৪৮ সালের ৩১শে মার্চ তৎকালীণ পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক লিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই ব্যাংকটি বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ নামে আত্মপ্রকাশ করে। প্রাথমিকভাবে এই ব্যাংকের উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র সদস্য কৃষি সমবায় সমিতিগুলোকেই ঋণ দেওয়া তবে বর্তমানে এই ব্যাংক কৃষি সমবায় সমিতি ছাড়াও অন্যান্য সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণ দেয়। দেশের যে কোন সমবায় সমিতি বা ব্যক্তি এই ব্যাংকের সদস্য হতে পারে। ৩০শে জুন ২০০৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর সদস্য সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ৫০০টি আর এসকল সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্যের সংখ্যা ছিল ৩৫ লক্ষ।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ একটি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান যার উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন সমবায় সমিতি ও দরিদ্র ব্যক্তি সদস্যদের ঋণ প্রদান করা । এই ব্যাংক ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ দারা পরিচালিত হয়। এই ১২ জন সদস্যের মধ্যে ৪ জন সরকার কর্তৃক মনোনিত হয় এবং অবশিষ্ট ৮ জন সদস্য সমবায় সমিতিগুলোর ভোটে নির্বাচিত হয়। নিচের ছকের মাধ্যমে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কাঠামো দেখানো হলো। ঋণ দেওয়া ছাড়াও এই ব্যাংক অনেক ক্ষেত্রে সদস্যদের আর্থিক কার্যক্রম তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়ে সহযোগিতা করে থাকে। সদস্যদের নিকট থেকে আমানত সংগ্রহ ছাড়াও অন্যান্যদের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করতে পারে এবং পরিচালনা পর্ষদের অনুমতি সাপেক্ষে সদস্য নয় এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিতে পারে ও লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করতে পারে।

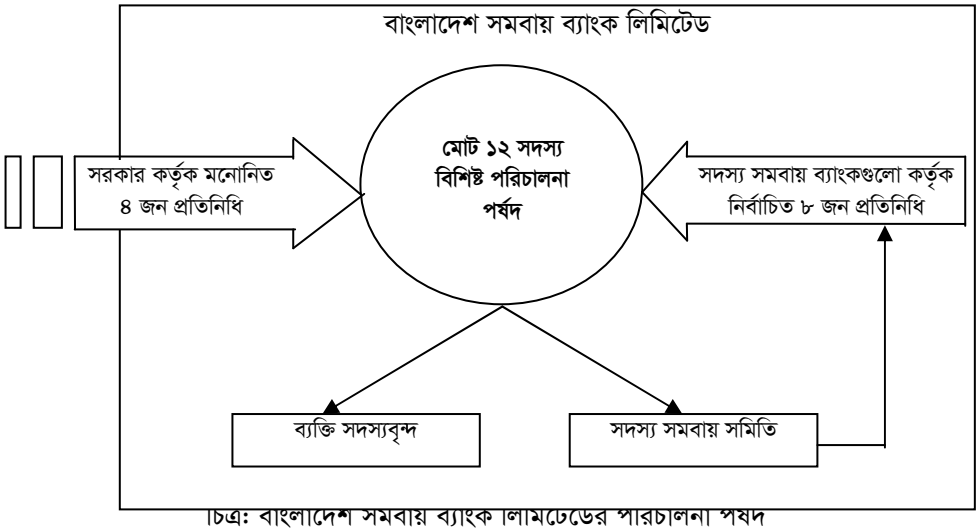

চিত্রঃ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ

পাঠ সংক্ষেপঃ ৩.৫

- সমবায় আইনের আওতায় গঠিত ও পরিচালিত যে ব্যাংক সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য তাদের কাছ থেকে ছোট ছোট সঞ্চয় আমানত হিসাবে গ্রহণ করে মুলধন গঠন করে এবং স্বল্প মেয়াদে অল্প সুদে ঋণ দেয় তাকে সমবায় ব্যাংক বলে।
- ব্যক্তি সদস্য অথবা ছোট ছোট সদস্য সমবায় সমিতিগুলো আমানত হিসাবে যে সঞ্চয় জমা করে তা দিয়েই সমবায় ব্যাংকের মুলধন গঠিত হয়।
- প্রয়োজন হলে সমবায় ব্যাংক যেকোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছ থেকে বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে অথবা অন্য যে কোন সংস্থা থেকে ঋণ নিতে পারে।
- দরিদ্র কৃষকদের আর্থিকভাবে সহায়তা করার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৪৮ সালের ৩১শে মার্চ তৎকালীণ পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক লিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ৩০শে জুন ২০০৪ সাল পর্যন্ড় বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর সদস্য সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ৫০০টি আর এসকল সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্যের সংখ্যা ছিল ৩৫ লক্ষ।
- বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ দারা পরিচালিত হয়। এই ১২ জন সদস্যের মধ্যে ৪ জন সরকার কর্তৃক মনোনিত হয় এবং অবশিষ্ট ৮ জন সদস্য সমবায় সমিতিগুলোর ভোটে নির্বাচিত হয়।
- ব্যাংক ব্যবস্থা দেশের কৃষি, শিল্প, প্রযুক্তি, বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রের উন্নয়নেই প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১ সমবায় ব্যাংক গঠিত হয় কোন আইনের আওতায়?

ক) সমবায় আইন খ) কোম্পানী আইন

গ) অংশীদারী আইন ঘ) সবগুলোই

২. সমবায় ব্যাংকের সদস্য হতে পারে-

ক) কোন একক ব্যক্তি খ) অন্য কোন ছোট সমবায় সমিতি

গ) উভয়ই ঘ) কোনটিই নয়

৩. সমবায় ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো-
ক) আমানত সংগ্রহ খ) ঋণ দেওয়া
গ) মুনাফা অর্জন ঘ) সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন

৪. সমবায় ব্যাংকের তহবিলের উৎসগুলো কি কি?
ক) ব্যক্তি সদস্যদের আমানত
খ) সদস্য সমবায় সমিতি গুলোর আমানত
গ) বাণিজ্যিক ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক অথবা যে কোন সংস্থা থেকে গৃহীত ঋণ
ঘ) সবগুলোই

৫. বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড এর পরিচালনা পর্যদের সদস্য সংখ্যা কতজন?
ক) ১০ জন খ) ১২ জন
গ) ২০ জন ঘ) ২২ জন

৬. বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর পরিচালনা পর্যদে সরকার কর্তৃক মনোনিত সদস্য থাকে কতজন?
ক) ৩ জন খ) ৪ জন
গ) ৬ জন ঘ) ৮ জন

পাঠ- ৬ ভূমি বন্ধকী ব্যাংক ও সঞ্চয়ী ব্যাংক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ ভূমি বন্ধকী ব্যাংকের সংজ্ঞা বলতে পারবেন
- ☞ ভূমি বন্ধকী ব্যাংক গড়ে ওঠার কারণ জানতে পারবেন
- ☞ ভূমি বন্ধকী ব্যাংক তহবিল কোথায় পায় তা বলতে পারবেন
- ☞ কোন কোন খাতে ভূমি বন্ধকী ব্যাংক ঋণ দিয়ে থাকে তা চিহ্নিত করতে পারবেন
- ☞ ভূমি বন্ধকী ব্যাংকের সমস্যা ও সমালোচনামূলক আলোচনা করতে পারবেন
- ☞ সঞ্চয়ী ব্যাংকের নানাবিধ বিষয় বিবরণ দিতে পারবেন

ভূমি বন্ধকী ব্যাংক কাকে বলে?

জমি বন্ধক রেখে কৃষকদেরকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়ার জন্য যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে ভূমি বন্ধকী ব্যাংক বলে। কৃষকরা সাধারণত ভূমি বন্ধকী ব্যাংক ছাড়া অন্য কোন মাধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পায় না। এর কারণগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো।

১) সমবায় ব্যাংক সাধারণত স্বল্প মেয়াদী ও মধ্যম মেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে।

২) কৃষি ব্যাংকগুলো বিভিন্ন কৃষি উপকরণ কেনার জন্য যে ঋণ দিয়ে থাকে তাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী হয় না।

৩) দেশীও মহাজন শ্রেণী সাধারণত স্বল্প মেয়াদী ও মধ্যম মেয়াদী ঋণ দেয়। আর তা যদি দিয়েও থাকে তবে চক্রবৃদ্ধি সুদের পরিমাণ এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে ঐ ঋণ কৃষকদের জন্য লাভজনক হয় না।

৪) কৃষকদের সচরাচর এমন কোন মূল্যবাণ সম্পদ থাকে না যা জামানত রেখে ঋণ দিতে বাণিজ্যিক ব্যাংক বা অন্য কোন ব্যাংক উৎসাহ বোধ করে। আর কৃষকদের জমির বিপরীতেও ব্যাংকগুলো ঋণ দিতে চায় না। কারণ, জমির মালিকাণা নিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যা থাকে এবং জমি বিক্রি করে সুদাসল আদায়ও সহজ নয়।

এই প্রেক্ষাপটে কৃষকদের জন্য সহজ শর্তে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়ার জন্যই ভূমি বন্ধকী ব্যাংকের জন্ম হয়। ভূমি বন্ধকী ব্যাংক অনেক দেশেই সমবায়ের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। সচরাচর ছোট ছোট কৃষি সমবায় সমিতি একত্রিত হয়ে সমবায় ব্যাংকের ধারণা অনুসারে এ ধরনের ব্যাংক গড়ে তোলে। কখনো কখনো সমবায় সমিতির সাথে অন্যান্য বিনিয়োগকারীরাও অংশগ্রহণ করে। সমবায়ের বাইরে বেসরকারী উদ্দ্যোক্তাদের উদ্দ্যোগে এ ধরনের ব্যাংক গড়ে উঠলে তা বেশি লাভের চেষ্টা চালায় এবং কৃষকরা প্রকৃত উপকার থেকে বঞ্চিত হয়। তাই সমবায়ের ভিত্তিতে ভূমি বন্ধকী ব্যাংক গঠনই বেশি যুক্তিযুক্ত।

ভূমি বন্ধকী ব্যাংক তহবিল কোথায় পায়

ভূমি বন্ধকী ব্যাংক ঋণ গ্রহীতাদের সুদের অর্থ দিয়েই তাদের তহবিল গঠন করে। এছাড়াও প্রয়োজন হলে তহবিল সংগ্রহের জন্য ঋণপত্র বিক্রি করে এবং সরকারী সংস্থার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে সহজ শর্তে ঋণ নেয়। অনেক সময় এ ধরনের ব্যাংক সঞ্চয় আমানত সংগ্রহ করে তাকে শেয়ার মূলধণে পরিণত করে।

কোন্ কোন্ খাতে এই ব্যাংক ঋণ দিয়ে থাকে

এই ব্যাংক সচরাচর নিম্নলিখিত খাতগুলোতে ঋণ দিয়ে থাকে।

১) উন্নতমানের কৃষি যন্ত্রপাতি কেনা।
২) উন্নতমানের সার, কীটনাশক, বীজ বা অন্য কোন উপকরণ কেনা।
৩) জমির উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ।
৪) ক্ষেত্র বিশেষে নতুন জমি কেনার জন্য।

এ সকল খাতে ঋণ দানের ক্ষেত্রে বন্ধক রাখা জমি নিবন্ধিত বন্ধক হিসাবে ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। কৃষক যদি ঋণের টাকা ফেরত দিতে না পারে তবে ব্যাংক ঐ জমি বিক্রি করে পাওনা আদায়ের চেষ্টা করে। ঋণ আদায়ের স্বার্থে বন্ধক রাখা জমির বাজার মূল্য হিসাব করে তার সর্বোচ্চ ৫০% টাকা ঋণ মঞ্চুর করা হয়। সমবায় সমিতির কোন সদস্যকে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ঐ সমিতির কর্তৃপক্ষের কেউ জামিনদার হয়ে থাকেন।

বন্ধকী ব্যাংকের সমস্যা ও সমালোচনা

ভূমি বন্ধকী ব্যাংক এখন পর্যন্তও ব্যাপকভাবে গড়ে ওঠেনি। এর পেছনে প্রধান কারন হলো, কৃষি খাতের উৎপাদন অনেক সময়ই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আর একবার ক্ষতিগ্রস্থ হলে কৃষক তার ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে পারে না। এই সমস্যাগুলি ছাড়াও ভূমি বন্ধকী ব্যাংক সম্পর্কে কিছু ঋণাত্মক সমালোচনাও রয়েছে। যেমন:

১) এই ব্যাংক ঋণের উপরে অনেক বেশি হারে সুদ নেয়।
২) ঋণ দিতে অনেক সময় ক্ষেপণ করে।
৩) পুরোনো ঋণ পরিশোধ না হলে নতুন ঋণ দিতে চায় না।
৪) ঋণের কিস্তির পরিমাণ নির্ধারণের সময় কৃষকের সামর্থ বিবেচনা করে না, এবং
৫) প্রাকৃতিক দূর্যোগের ক্ষেত্রে কিস্ড়ি দেওয়া অব্যাহত রাখতে চাপ দেয়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ভূমি বন্ধকী ব্যাংকের কিছু সমস্যা ও সমালোচনা থাকলেও কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতিতে এ ধরনের ব্যাংকের গুরুত্ব অনেক। এই ব্যাংক কৃষকদের আর্থিক সামর্থ বাড়ানো, আধুনিক চাষের পদ্ধতি প্রবর্তন, কৃষি খামার প্রতিষ্ঠা এবং কৃষকদের কৃষি কাজে অনুপ্রাণিত করা সহ বিভিন্ন ধরনের কাজের মাধ্যমে দেশের কৃষি খাতকে এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করে।

সঞ্চয়ী ব্যাংক কাকে বলে

দেশের জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করতে এবং সঞ্চয় সংগ্রহ করে মুলধন গঠন ও তা উৎপাদন কাজে বিনিয়োগের লক্ষ্য নিয়ে যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে সঞ্চয়ী ব্যাংক বলে।

সঞ্চয়ী ব্যাংকের প্রধান কাজ কি

সঞ্চয়ী ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো বিভিন্ন উপায়ে জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে দেশের মোট সঞ্চয় বাড়ানো। এজন্য ব্যাংক খুব অল্প টাকা জমা দিয়েই মক্কেলদের হিসাব খোলার সুযোগ দিয়ে থাকে। তবে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ানোর লক্ষ্যে টাকা উত্তোলনের উপরে কিছুটা বিধিনিষেধ আরোপ করে।

সঞ্চয়ী ব্যাংকের উদাহরণ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্কুল সঞ্চয়ী ব্যাংক, গৃহ সঞ্চয়ী ব্যাংকসহ বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়ী ব্যাংক আছে। বাংলাদেশে 'ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক' এমন একটি ব্যাংক।

পাঠ সংক্ষেপ: ৩.৬

- জমি বন্ধক রেখে কৃষকদেরকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়ার জন্য যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে ভূমি বন্ধকী ব্যাংক বলে।
- সচরাচর ছোট ছোট কৃষি সমবায় সমিতি একত্রিত হয়ে এ ধরনের ব্যাংক গড়ে তোলে।
- ভূমি বন্ধকী ব্যাংক ঋণ গ্রহীতাদের সুদের অর্থ দিয়েই তাদের তহবিল গঠন করে। এছাড়াও প্রয়োজন হলে তহবিল সংগ্রহের জন্য ঋণপত্র বিক্রি করে এবং সরকারী সংস্থার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে সহজ শর্তে ঋণ নেয়।
- এই ব্যাংক সচরাচর উন্নতমানের কৃষি যন্ত্রপাতি, সার, কীটনাশক, বীজ বা অন্য কোন উপকরণ কেনার জন্য ঋণ দিয়ে থাকে অথবা জমির উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করে।
- ভূমি বন্ধকী ব্যাংক কৃষকদের ভাগ্য উন্নয়নে অনেক ভূমিকা রাখলেও কেউ কেউ মনে করেন এই ব্যাংক ঋণের উপরে অনেক বেশি হারে সুদ নেয়, ঋণ দিতে অনেক সময় ক্ষেপণ করে, ঋণের কিস্ড়ির পরিমাণ নির্ধারণের সময় কৃষকের সামর্থ বিবেচনা করে না, এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগের ক্ষেত্রে কিস্ড়ি দেওয়া অব্যাহত রাখতে চাপ দেয়।
- দেশের জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করতে এবং সঞ্চয় সংগ্রহ করে মুলধন গঠন ও তা উৎপাদন কাজে বিনিয়োগের লক্ষ্য নিয়ে যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে সঞ্চয়ী ব্যাংক বলে।
- সঞ্চয়ী ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো বিভিন্ন উপায়ে জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে দেশের মোট সঞ্চয় বাড়ানো।
- পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্কুল সঞ্চয়ী ব্যাংক, গৃহ সঞ্চয়ী ব্যাংকসহ বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়ী ব্যাংক আছে। বাংলাদেশে 'ডাকঘর সঞ্চয়ী ব্যাংক' এমন একটি ব্যাংক।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. জমি বন্ধক রেখে কৃষকদের দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়ার জন্য যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে বলে-
   ক) ভূমি বন্ধকী ব্যাংক খ) বিনিয়োগ ব্যাংক
   গ) আমানত ব্যাংক ঘ) কৃষি ব্যাংক

২. ভূমি বন্ধকী ব্যাংকের তহবিলের উৎস হলো-
   ক) ঋণ গ্রহীতাদের প্রদত্ব সুদ
   খ) ঋণপত্র বিক্রি করা
   গ) সরকারী সংস্থা বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ
   ঘ) সবগুলোই

৩. ভূমি বন্ধকী ব্যাংক কোন কোন খাতে ঋণ দিয়ে থাকে?
   ক) কৃষি যন্ত্রপাতি কেনা খ) সার, কীটনাশক, বীজ ইত্যাদি কেনা
   গ) জমির উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ ঘ) সবগুলোই

৪. সঞ্চয় ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো-
   ক) আমানত সংগ্রহ করা খ) ঋণ দেওয়া
   গ) জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা ঘ) বিনিয়োগ করা

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.১

১. ঘ ২. গ ৩. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.২

১. ক ২. খ ৩. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.৩

১. খ ২. ঘ ৩. খ ৪. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.৪

১. গ ২. খ ৩. ঘ ৪. ঘ ৫. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.৫

১. ক ২. গ ৩. ঘ ৪. ঘ ৫. খ ৬. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.৬

১. ক ২. ঘ ৩. ঘ ৪. গ

ক) রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. বাণিজ্যিক ব্যাংক কাকে বলে? বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।
২. বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাধারণ কার্যাবলী আলোচনা কর।
৩. বাণিজ্যিক ব্যাংক সত্যিই ঋণ সৃষ্টি করতে পারে কিনা এই মর্মে তোমার যুক্তি দেখাও।

৪. বিনিয়োগ ব্যাংক কাকে বলে? বিনিয়োগ ব্যাংকের কার্যাবলী আলোচনা কর।
৫. একটি দেশের সামগ্রীক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিনিয়োগ ব্যাংক কিভাবে সহায়তা করে আলোচনা কর।
৬. বিনিয়োগ ব্যাংকের সীমাবদ্ধতাগুলো আলোচনা কর।
৭. মিশ্র ব্যাংক কাকে বলে? মিশ্র ব্যাংকের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা কর।
৮. আমানত ব্যাংকিং ও মিশ্র ব্যাংকিং এর মধ্যে পার্থক্য দেখাও।
৯. বিনিময় ব্যাংক কাকে বলে? বিনিময় ব্যাংকের কার্যাবলী আলোচনা কর।
১০. সমবায় ব্যাংক বলতে কি বুঝ? বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের উৎপত্তি ও কার্যক্রম আলোচনা কর।

খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. বাণিজ্যিক ব্যাংক কি কি উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত ও পরিচালিত হয়?
২. বিনিয়োগ ব্যাংক কাকে বলে?
৩. আমানত ব্যাংক কাকে বলে?
৪. আমানত ব্যাংক ও বিনিয়োগ ব্যাংকের সমন্বয়ে মিশ্র ব্যাংক সৃষ্টি হয়েছে বলে তুমি মনে কর কি? আলোচনা কর।
৫. সমবায় ব্যাংক গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য কি?
৬. ভূমি বন্ধকী ব্যাংক কাকে বলে? এই ব্যাংক সৃষ্টির প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৭. ভূমি বন্ধকী ব্যাংকের তহবিল কিভাবে গঠিত হয় এবং কোন্ কোন্ খাতে ঋণ দেওয়া হয়?
৮. ভূমি বন্ধকী ব্যাংকের সমস্যা সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৯. সঞ্চয়ী ব্যাংক কাকে বলে? এর প্রধান কাজ কি কি?